ভোরের কাগজ

তারিখ ... 1 JAN ২০০3 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ......

আহছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষক

কাগজ প্রতিবেদক : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষক। যোগ্য, দক্ষ, চরিত্রবান ও আদর্শ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে। রাজনীতিনির্ভর শিক্ষাঙ্গনে কখনো শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব নয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে আহছানিয়া মিশন কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজ আয়োজিত মিশনের কনফারেন্স রুমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, সাবেক সচিব এবং আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান কাজী ফজলুর রহমান মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম। মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর মু. তোআম্মেল হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, প্রফেসর এলতাস উদ্দিন আহমেদ, ড. আহমেদ উল্লাহ ভুঁইয়া, শিক্ষক জসীমউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষিকা কামরুন রওশন আরা, বেগম শামসুন্নাহার, শিক্ষক মোঃ চাঁন মিয়া, মোহাম্মদ আলী, শিক্ষক আবুল কাসেম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহছানিয়া মিশন কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড বিজনেস স্টাডিজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ফারুক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক এম এহছানুর রহমান।

কাজী রফিকুল আলম তার প্রবন্ধে বলেছেন, শুধু ছাত্রছাত্রীদের দায়ী করলে চলবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষক-অভিভাবকদের আরো সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদের সমন্বয়ে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুশিক্ষা বিতরণ করতে পারেন। তবে এ ধরনের উদ্যোগ প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নিতে হবে। তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষানীতি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার পরিবেশেরও একটি মানদণ্ড থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে গৃহশিক্ষকতা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন পর্যায়ক্রমে এ পর্যন্ত ৩২ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করেছে। আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে ৫০ ভাগ নিরক্ষরকে অক্ষরদান করা সম্ভব বলে তিনি আশা করছেন। আহছানিয়া মিশনের প্রচেষ্টায় আগামীতে দেশের উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। তবে এ ব্যাপারে গ্রামের সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির চাপমুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাঙ্গনে ভালো শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বিদেশী সাহায্যের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। সঠিক মূল্যায়নে উন্নয়ন কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। অধ্যাপক মু. তোআম্মেল হোসেন তার প্রবন্ধে বলেন, শিক্ষার মান বা মানসম্মত শিক্ষা কোনো স্থির চিত্র নয়। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সময় ও সমাজের চাহিদা কতোটুকু পূরণে সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে শিক্ষার গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনের মাত্রা। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার গুণগতমানও পরিবর্তনশীল। তবে দেশে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপের কারণেও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখতে হবে। কারণ রাজনীতি নির্ভরশীল শিক্ষাঙ্গনে কখনো শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বর্তমান তথ্য বিপ্লব ও প্রযুক্তি বিকাশের যুগের চাহিদানুযায়ী আমাদের শিক্ষাক্রম আপডেটেট হওয়া প্রয়োজন এবং তার আলোকে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আছে এরকম বিষয় প্রণীত করতে হবে। তবে এর আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য, দক্ষ, চরিত্রবান ও আদর্শ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আদর্শ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন কোনোক্রমেই আশা করা যায় না। কারণ মানসম্মত শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষক। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকগণের শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসায়, কোচিং সেন্টার ও নোট বই লিখন বন্ধ করারও তিনি বিশেষভাবে দাবি জানান।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তার মুখ্য আলোচনায় বলেন, রাজনীতি নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। এ ধারা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা সরকারের ওপরও নির্ভরশীল হয়ে গেছি। সরকারের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। সমাজে ক্ষমতায়ন করতে হবে। সমাজই সিদ্ধান্ত নেবে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে দাঁড়াবে। অন্যথায় শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, একজন শিক্ষক চাঁদা তুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাচ্ছেন। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরে রাজনীতি চর্চা হয়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি আশা করা যায় না। তিনি বলেন, একজন শিক্ষক আরবি নিয়ে পড়াশোনা করে মাস্টার্স পাস করেছেন অথচ ঐ শিক্ষক স্কুল-কলেজে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় শিক্ষার মান বাড়ানো কঠিন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমানে একজন শিক্ষককে শিক্ষা অফিসারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার মানদণ্ড বাড়াতে সকল পর্যায়ের লোকদের সচেতন হতে হবে। অথচ শিক্ষা পুস্তকে যাদের নাম থাকতে তারা বই লিখেন না। অন্যরা লিখে অধ্যাপকদের নামে বই বাজারে ছাড়ছে। এসব বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক এলতাস উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষার মান বাড়াতে হলে প্রাথমিক স্কুল থেকেই শুরু করতে হবে। কারণ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রাথমিক কারিকুলাম একই ধরনের। তিনি বলেন, গ্রামের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ঠিকই আছে। কিন্তু স্কুলে শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা দূর করা উচিত। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং নকল প্রবণতা কঠোর হস্তে দমন করার পরামর্শ দেন বক্তারা।